মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, খাদিমনগর সিলেট এর নিবাসী সুমি আক্তার জুই (২২) এর আত্মহত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্ন লিখিত তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়:

ক। জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (জেলা ও দায়রা জজ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ..... (আহবায়ক)
খ। রেহেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট.....(সদস্য)
গ। মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন.....(সদস্য সচিব)

১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখ তথানুসন্ধান কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে সুমি আক্তার জুই এর সাথে অবস্থানকারী নিবাসীদের সাথে, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষন ও পূনর্বাসন কেন্দ্র এর কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সেখানে অবস্থানরত আনসার বাহিনীর সদস্যদের সাথে কথা বলে এবং তাদের লিখিত জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লিখিত জবানবন্দী নিম্নরূপঃ

হালিমা বেগম, অনসার সদস্য –(৫১২৪৯),স্বামী- উসমান গণি, গ্রাম- মরিঘাট বৌদি, জৈন্তাপুর ইউনিয়ন,থানা- জৈন্তাপুর সিলেট

আমি প্রায় এক বছর যাবৎ ডিউটিতে রয়েছি। ১৭ তারিখ রাতে আমার ডিউটি ছিল। সে রাতে ১০: ১৫ মিনিটে জুইসহ চার জন মেয়ে স্টোর থেকে ফেরৎ আসেন। স্টোর থেকে মাছ কাটার পর তারা মাছ নিয়ে আসে। মাছ রান্না করতে যেয়ে অন্য মেয়েদের সাথে তাদের ঝগড়া হয়। জুই সে রাতে মারা যাবার হমকি দেয়। আমি সহ অন্যরা তাকে সে রাতে পাহারা দিয়ে রাখি। আমি শুনতে পাই ১৮ তারিখ দুপুরে পিসি আপা তাঁকে ভাত খেতে বলে। পিসি আপার সে সময় ডিউটি ছিলনা। তাঁকে ডেকে নিয়ে গেছিল। তিনি তখন নামাজ পরছিলেন। ১৯ তারিখ আমার ছুটি ছিল। আমি আর কিছু জানিনা।

মোসা: হাবিজা বেগম, আনসার সদস্য (৫১২৪১),স্বামী- কামালউদ্দিন,গ্রাম: ঠিলাপাড়া, পোস্ট সাহেবের বাজার, থানা- সদর, জেলা- সিলেট।

১০/০৮/২০২০ তাখে আমি সেখানে যোগদান করি। আমরা সেখানে ৫ জন ছিলাম। আমাকে পিসি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি সেখানে অবস্থান করতাম। আমাদের যা নির্দেশ দেয়া হয় সে অনুসারে কাজ করতে হয়। আমি যোগদান করার পর কিছু অসংগতি যেমন: মারামারি, আনসারদের মারাসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু দেখি। বিষয়টি সহকারি ব্যবস্থাপকে অবহিত করি। স্থায়ী স্টাফরা আমাদের বিভিন্ন সমস্যা করত। ১৬ তারিখে মেয়েরা মারামারি করে। আনোয়ারা দায়িত্ব পাওয়ার পর খাবার কম পায়। এ নিয়ে মারামারি হয়। এর আগে নাজমা খানম দায়িত্বে ছিল। তখন কোন সমস্যা ছিলনা। একজন বাবুর্চী রয়েছে কিন্তু সে রান্না করতে পারেনা। মেয়েদের দিয়ে রান্না করাত। ১৭ তারিখ আনোয়ারা জুইসহ চারজন মেয়েকে সন্ধ্যা ৬:৩১ মিনিটে নিয়ে যায়। দশটার পর দিয়ে যায়। তাদের স্টোর রুমে কাজ করায়। জুই মাছের কিছু জিনিস নিয়ে আসেন এবং রান্না করতে চায়। এ নিয়ে অন্যান্য মেয়েদের সাথে গন্ডগোল হয়। সে খুব গন্ডোগোল করে। সারারাত তাকে সবাই পাহারা দেয়। ১৮ তারিখ দুপুর আনুমানিক ৩.০০ - ৩.৩০ সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সেদিন আমার ডিউটি ছিলনা। সে কিছু খাচ্ছিলনা বিধায় আমি তাঁকে খাবার খাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। ১৮ তারিখ রাতে আমার ডিউটি ছিল। সে সময় কেমন আছো জিজ্ঞাস করলে সে বলে ভালো আছি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন কথা হয়। ১৯ তারিখ আনোয়ারার ডিউটির সময় মেয়েদের খুব মারামারি হচ্ছিল। আমার ব্যারাক থেকে শুনতে

পায় সহকারী ব্যবস্থাপক যারা যারা মারামারি করছে তাদের নিয়ে আসতে বলে। জুই ছাড়া সবাই আসে। সহকারী ব্যবস্থাপক নাজমা খানম কে জুইকে নিয়ে আসতে বলে। তারা যেয়ে দেখে যে, জুই বমি করছে (আমি দেখিনি)। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যাবার পর সে বলে সে, বিষ খেয়েছিল। হাসপাতাল থেকে কি বিষ খেয়েছে সেটি জানতে চাওয়া হয়। আমি বিষের বোতলটি উদ্ধার করতে বলি। বিষের বোতল উদ্ধার করা হয়। আমি জুইকে মারিনি। আমি বিভিন্ন সমস্যাসহ

আমাদের হাসপাতালে ডিউটি করতে হচ্ছে সেটি ০১/০৮/২০২১ তারিখ জানায়। টি আই আমাকে ০৩/০৮/২০২১ তারিখ এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য বলে। সহকারি ব্যবস্থাপক আমাকে পছন্দ করছেনা মর্মে জানায়। আমি যেতে চাইনি। ০৩/০৮/২০২১ বিকালে আমাকে বদলী করে দেয়া হয়।

সাহানা আক্তার, আনসার সদস্য (৩২৩৭৬),স্বামী- মিজানুর রহমান,গ্রাম- হসিয়াপুর, ০২ নং বোয়ালচো ইউনিয়ন, উপজেলা- বালাগঞ্জ, জেলা- সিলেট

১৮ তারিখের দুপুরে আমার ডিউটি ছিল। মেয়েরা ঝগড়া করছিল। হাবিজা বেগম আপা সেদিন দুপুরে যেয়ে জুইকে ভাত খাওয়ার অনুরোধ করেন কারণ সে খাবার খাচ্ছিলনা। পরদিন আনোয়ারা আপা ডিউটির সময় মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল। মারা যাওয়া মেয়েটি আসেনি। পরে তাকে পুনরায় আনতে গেলে দেখা যায় যে, সে বিষ খেয়েছে। আমি আর হাবিজা আপা মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তার কাছ থেকে শুনতে পায় সে বিষ খেয়েছে। ডাক্তারের কাছে সে বিষ খাবার বিষয়টি বলে।

নিবাস রঞ্জন দাস- উপপরিচালক:

২০ জুলাই ২০২১ তারিখ সকাল ৮ টার দিকে সহকারী ব্যবস্থাপক আমাকে জানান যে, একজন নিবাসী কিটনাশক পান করেছে এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি সর্বাত্মক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলি। আমাকে জানায় যে তিন দিন না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না মর্মে ডাক্তাররা বলেছেন। কিছুদিনপর জানতে পারি তাকে আইসিইউ তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি কয়েকবার হাসপাতালে গিয়েছি। ডাক্তারসহ হাসপাতালের পরিচালক মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি। আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্ঠা করেছি। ০৯ আগস্ট জানতে পারি ভেনটিলেশন খোলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ১১ তারিখ সকালে আমাকে জনানো হয় যে, জুই মারা গেছে। এরপর সুরতহাল করার আবেদন করতে এবং ময়নাতদন্তের আবেদন করতে নির্দেশনা দেই। সর্বশেষ ১৫ আগস্ট শাহপরান থানায় এবিষয়ে একটি জিডি করা হয়েছে। এই আমার জবানবন্দি।

মোসাঃ আনোয়ারা বেগম চৌধুরী- ওয়ার্ডন

১৭ জুলাই ২০১৪ বৃহস্পতিবার আমি স্টোরের দায়িত্বে থাকায় কন্টাক্টারের কাছ থেকে মাছ বুঝে রাখি। পূর্বের ৫ মাস থেকে বাবুর্চী ডরমেটরিতে যায়না। আমি স্যারের অনুমতি নিয়ে বাবুর্চীকে সাথে রেখে মেয়েদের রান্না করার অনুমতি নেই। আমার ৪০ জন নিবাসীর মধ্যে ১৩ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর দেখি কয়েকজন মিলে ডরমিটরি নিয়ন্ত্রন করে। ওয়ার্ডন নাজমা আমার দায়িত্ব নেয়া পছন্দ করেনি। মেয়েদের গ্রুপটি আনসারদের সাথে মিলে খাবার দাবার সহ সব কিছু নিয়ন্ত্রন করত। আমি সব বিষয় সহকারি ব্যবস্থাপক স্যারকে বলি। আমার সাথে কোন মেয়ে কথা বললেই সবাই নজর রাখত। ১৫ তারিখে নিবাসী সাদিয়া, জুইকে মারধর করছে রান্না সংক্রান্ত বিষয়ে। আমি ১৭ তারিখে কন্টাক্টারের সাথে বাইরে গেলে পরে এসে শুনতে পাই পিসি হাবিজা জুইকে পিটিয়েছে, জুই বলে যে তাকে পিটিয়েছে তখল সে সেলোয়ার খুলে আমাকে দেখালো আমি দেখতে পাই যে, তার শরীরে বাম পায়ের উরুর কাছে সহ পেটের নিচ পর্যন্ত মারের দাগ। আমি সাথে সাথে বিষয়টি আমার সহকারি ব্যবস্থাপক লুৎফর রহমান স্যারকে জানাই। ১৭ তারিখ রাতে মেয়েরা তাকে সারারাত পাহারা দেয় কারন জুই আত্মহত্যার হুমকি দেয়। সহকারি ব্যবস্থাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মেয়েদেরসহ হাবিজাকে ডাকে। হাবিজা জুইকে মারার কথা স্যারের কাছে স্বীকার করে। আমি পাশে দাড়িয়ে ছিলাম। ঘটনার আগে পপি জুইকে মারধর করে অফিসে বসে সে চিৎকার শুনে সবাইকে বলি এবং ভেতরে যায়। তালা দেয়া দেখি তখন ভিতর থেকে আনসার আনোয়ারা বের হয়। তাঁকে স্যারের কাছে যেতে বলি। জুইকে স্যারের কাছে নিয়ে আসতে বলি কিন্তু সে স্যারের কাছে না এসে পিসি হাবিজার কাছে যায়। পরে সে হাবিজার কাছ থেকে স্যারের কাছে আসে। স্যার জুইকে আনতে বলে। এরমধ্যে জুই বিষ খেয়েছে মর্মে চিৎকার শুনি। জুইকে পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে বাইরে আনা হয়। সে দুই-তিন বার বমি করে। তাকে দ্রুত ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি সাথে যাইনি। আনসার হাবিজা ও আনোয়ারা এবং আমাদের স্টাফ আবু সালিম ভাই হাসপাতালে যায়। আমাকে চাবি দেয়ায় আমি ডরমিটরির দায়িত্বে থাকি।

মোস: নাজমা খানম- ওয়ার্ডার

১৮ জুলাই ২০২১ আমার ক্লাস ছিল ডরমেটরিতে। এসময় আমার ফোন আসলে আমি বের হয়ে যাই। আমি এরপর কান্নার শব্দ শুনি। আমি যেয়ে দেখি আনসার হাবিজার হাতে লাঠি। হাবিজার কাছে থেকে শুনি জুই খাবার না খাওয়ার জন্য মার দিয়েছে। একজন নিবাসী জুইকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছিল। এবং আনসার সদস্য হাতে লাঠি নিয়েছিল। পরদিন ৯-৫ টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল। এরপর কেন বিষ খেয়েছে সে বিষয়ে আমার কোন কিছু জানা নেই। আমি জুনের ৩০ তারিখ পর্যন্ত স্টোরের দায়িত্ব ছিলাম। এরপর আব্দুল হান্নানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেই। আমি সেই রুমে পূর্বে থেকেই বিষ রাখতাম (সবজি চাষের)। হান্নান ভাইকে বিষটি সরাতে বলেছিলাম কিন্তু তিনি বলেছিলেন একটি আলমিরা করার পর নিয়ে যাব।

আব্দুল হান্নান (৪৭) ওয়ার্ডার,পিতা- মৃত খলিল মিয়া

আমার ডিউটি সকাল ৮ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত। ১৮ জুলাই তারিখ হেড অফিসার আবু সালেহ ফোন দেয় একজন নিবাসী বিষ খায়। রাত ১০ টার দিকে আমি ফোন করে জিজ্ঞাস করি আসতে হবে কি-না সে বলে না আসতে হবেনা। ১৯ জুলাই আনোয়ারা আমাকে রিকোয়েস্ট করে দুপুরে তাদের খাবার সময় উপস্থিত থাকতে। আনোয়ারার সেদিন কাজ থাকায় আমাকে অনুরোধ করেছিল। জুই আমাকে সেদিন বলেছিল (১ টার দিকে) আনসার তাকে মারছে। আমি বিষয়টি সহকারী ব্যবস্থাপককে অবহিত করি। ওয়ার্ডার নাজমা এবং তার স্বামী মাঝে মধ্যে এখানে আসে এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়। আমি বিষয়গুলো সহকারি ব্যবস্থাপককে অবহিত করেছিলাম। আমি বিষ রাখার বিষয়ে কিছু জানিনা।

নিলুফা আক্তার আনসার সদস্য (৪৮৩৭৫),স্বামী আব্দুল কাদের ,গ্রাম- নুরপুর, পোস্ট- চল্লিশা, থানা ও জেলা- নেত্রকোনা

১২ জুলাই ২০২১ তারিখ রাত ১০ টায় ডিউটি শুরু করি। ১০:১৫/১০:১৭ মিনিট জুই-সুমিসহ চারজন মেয়ে উপরে যায়। মেয়েরা বাইরে বের হলে রেজিস্টারে এন্ট্রি করে রাখা হয়। মেয়েরা স্টোর থেকে মাছের ডিমসহ কিছু জিনিস নিয়ে যায়। তারা সেগুলো ভেজে খেতে চাইলে আমি ভেজে খেতে দেই। রান্না মেয়েরা করত। বাবুর্চিকে রান্না করতে দেখিনি। সেইদিন রান্না করা নিয়ে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি হয়। জুই সেদিন আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ছিল। আমাকে আনসারের পিসি হাবিজা বলে জুই যে বোতল থেকে বিষ খেয়েছে সেটি পিছনের জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি সেটি উদ্ধার করি। মেয়েদের কাছ থেকে শুনেছি এই ধরনের চারটি বোতল রয়েছে কিন্তু জুই এর বোতলটি পাওয়া গেলেও অন্য তিনটি বোতল পাওয়া যায়নি।

মেয়েদের কাছ থেকে পরে শুনেছি জুই এই বিষ বুকের কাছে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। পিসি আপা হাবিজাকে সারা রাত জেগে থাকার বিষয়টি জানায়। ১৯ তারিখ যখন সে বিষ খায় তখন আনোয়ারা আপার ডিউটি ছিল আমার ডিউটি ছিলনা। ১৮ তারিখের বিষয়টি হাবিজা আপাকে জানানোর পর তারা জুইকে মেরেছিল কি-না তা আমি জানিনা। সেখানে হাবিজা আপা, শাহানা এবং হালিমা ছিল। আমার ডিউটি না থাকায় আমি চলে আসি। পরে শুনেছিলাম যে হাবিজা জুইকে মারছে কিন্তু আমি দেখেনি।

মোসা: আনোয়ারা আক্তার, আনসার সদস্য (২৪৩৯২),স্বামী- সুলতান আহমেদ,ঠিকানা- গ্রাম, জমসেরপুর, পোস্ট- সতং বাজার, উপজেলা- চুনারঘাট, জেলা- হবিগঞ্জ।

১৯ জুলাই ২০২১ তারিখ দুপুর ২ টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত ডিউটি ছিল। সন্ধ্যা ৬ টার সময় জুই এবং অপরজন নিবাসী টিভি দেখা নিয়ে ঝগড়া করে। আমি দুইজনকে সরাই। ওয়াডন নাজমা আমাকে বিষয়টি জানায়। নাজমা আপা জুইসহ সবাইকে অফিসে নিয়ে যেতে বলে। জুই আসতে রাজি হয়নি। অন্য ৫টি মেয়েকে নিয়ে আসি। সহকারি ব্যবস্থাপক স্যার জুইকে নিয়ে যেতে বললে। আমি নিতে আসি। এসে দেখি জুই কি যেন খেয়ে নিয়েছে। তখন আমার সাথে ওয়াডার নাজমা আপাও ছিল। আমি নাজমা আপা এবং আরো কজন নিবাসীর সহায়তায় জুইকে অফিসে নিয়ে আসি। আমি পরে শুনেছি পিসি হাবিজা আপা জুইকে না খাওয়ার জন্য বকাবকি করেছিল।

<u>নিবাসী- কলি আক্তার (১৯)</u>

জুই এর সহোযোগিতায় ছোট সুমি তেল চুরি করে। আমরা বলি তখন সাদিয়া তাকে চুলে ধরে ক্যামেরার সামনে মারে। পরের দিন বা দুই দিন পরে মাছ কেটে মাছ, মাছের তেল, ডিম চুরি করে। আমি দেখি। তখন পপি, ভালো মনোয়ারা, তান্নি, সাদিয়া সহ গিয়ে দেখি। তখন চিল্লাপাল্লা হয়। এই দিনই সে বিষ চুরি করে আনে এবং সেভেন আরার কাছে রাখে। মারুফা ও মুন্নি দেখে। তারা বিষ কিনা বুঝতে পারেনি। জুই হুমকি দেয়। লিজার সাথে ঝগড়া করে বলে আমি মরে যাবো এবং তোদেরকে ফাঁসাবো। আমরা তাই ডিউটি ম্যানকে বলি। হালিমা আপা একটা থাপ্পর দিয়ে বলে তুই আমাদের ফাঁসাবি? তখন বলে তুই ঘুমা। আমরা ভয় পেয়ে তাকে সারারাত পাহারা দেই। আমরা বেন্ধে রাখার জন্য হুমকি দিলে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পরে। ভাত খাওয়া ছেড়ে দেয়। হাবিজা তাকে ভাত খাওয়ানোর জন্য জোড়াজড়ি করে। তখন না খাইলে এই রুমে তাকে একটা লাঠি দিয়ে দুইটা বারী দেয়। তারপরে জোর করে দুই লোকমা খাওয়ায়। ঐ দিনই সন্ধা বেলা বিষ খায়। টিভিরুমে ব্যাটারী চুরি করে রিমোট চালানো নিয়ে পপির সাথে ঝগড়া হয় ও গালাগালির একপর্যায়ে পপি তাকে একটি চড় মারে ক্যামেরার সামনে। উপরে গিয়ে বিষ এনে বাথরুমে গিয়ে বিষ খায়। ক্যামেরার সামনে মারামারি দেখে লুৎফর স্যার আমাদের ডেকে নেয়। সেখানে যাওয়ার জন্য নিচে আসলে আমরা চিৎকার শুনি "জুই বিষ খেয়েছে"। নাজমা আপা পরে তাকে মেডিকেলে নেয়।

<u>নিবাসী- সুলতানা আক্তার নিজা (১৯)</u>

আমি দুই বছরের উপরে এখানে আছি। মাছ ও মাছের ডিম চুরি করে জুই ও ছোট সুমি। এইটা নিয়ে কথাকাটাকাটি হয় এবং রাগের সাথে আমি একটা চড় দেই জুইকে। তখন ডিউটি ম্যান আলিমা আপা আমারে ফেরায়। জুই ভাত খায় না। তখন পি.সি আপা হাবিজা তাকে ভাত খাওয়ানোর জন্য জোড়াজোড়ি করে। সে খায় না। তখন পি.সি আপা দুইটা বারী দেয়। এই ট্রেনিং রুমেই মারে। তখন সে বিষ খাওয়ার হুমকি দেয়। পরে স্টোরের জানালা থেকে সবজিতে দেওয়া বিষ চুরি করে এনে খায়।

নিবাসী- মাইসা জান্নাত পপি (২১)

সাদিয়া ও জুই ডাইনিং এ মারামারি করে। তখন আনসার হালিমা ছাড়াইয়া দেয়। পরের দিন জুই ও ছোট সুমি মাছ ও ডিম চুরি করে কিচেনে রান্না করে। জুই রাগ করে খায়নি। কিচেনে তালা দেয়। এই নিয়ে ঝগড়া হয়। তখন লিজা বলে এই যন্ত্রণা থেকে মরে যা। তখন জুই বলে মরে গিয়ে তোমাদের ফাঁসাবো। আমরা সারারাত তাকে পাহারা দেই। ভোরের দিকে সে ঘুমাইয়া যায়। পরের দিন আমরা পি.সি আপা হাবিজাকে বিচার দেই। পরে হাবিজা তাকে ভাত খাইতে বলে। সে ভাত খায় না। পি.সি তখন তাকে দুইটা বারী দেয়। পরে ভাত খাওয়ায়। পি.সি এখানকারকে জানান ১৯ তারিখ সে আমার ছেলের গাড়ীর ব্যাটারী খুলে রিমোটে তুলে টিভি চালায়। আমার ছেলে কাদাকাদি করে। আমি ব্যাটারী চাইলে দেয় না। তখন বকা দেই। জুই ঝগড়া করে। আমি বলি "বেশ্যা মাগি ব্যাটারী দে"। তখন জুই আমাকে গালাগালি করে। পরে উপরে গিয়ে সন্ধা অনুমান ৭.৩০ টার দিকে বিষ খায়। পরে সে বমি করলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

নিবাসী- সেভেন আরা (৩০)

জুই আমাকে বলে আমি বিষ খেয়ে সবাইকে ফাঁসাবো। ঐ দিন হাবিজা তার বাম পায়ে লাঠি দিয়ে মেরে লাল করে দেয়। জুই তার ট্রাংকের চাবি আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। উপরে যায়। তার ট্রাংক থেকে রাখা বিষ বের করে পরে সন্ধার পরে খায়। হাবিজার নামে আমিও বিচার দেই। মেয়েদের অনেক মারতো সে। জুই এর কাছে বিষ থাকার কথা আমি জানতাম না।

নিবাসী- রহিমা আক্তার সুমি (ছোট সুমি)

আমি একটু ছোয়াবিন তৈল চুরি করি। পরে একটু মাছের ডিম ও ফুটকা, মাছের তৈল আনি। রান্না করে খাই। সেই কারণে মেয়েরা আমাকে বকে। জুই ভাত খায় না ২/৩ দিন ধরে। হাবিজা তখন ভাত খাওয়ার জন্য জোড়াজোড়ি করে। পি.সি হাবিজা আপা তাকে এই ট্রেনিং রুমেই মারে। নিবাসী পপি, কলি, লিজা, তান্নিরাও টিভির রিমোট নিয়ে গন্ডোগোল হওয়ায় মারে। হাবিজা বিকেল ৪.৩০ টায় মারে। তখন আমরা সবাই ছিলাম। পপির বাচ্চার গাড়ীর ব্যাটারী নেওয়ার কারণে জুইকে গালাগালি করে। পপি তাকে মারে। তখন সে বলে তুই আমাকে মারলি এই জন্য আমি বিষ খেয়ে সবাইকে ফাঁসাবো। তার একটু পরে সে বাথরুমে গিয়ে বিষ খায়। সব আনসার আমাদের মারে।

নিবাসী- সোহাদা আক্তার তান্নি

স্টোর রুমে বিষের বোতল পেয়ে আমি জানালার কাছে তুলে রাখি। সেইটা জুই বুকের মধ্যে করে আনে। আমি ভাবছি তেলের বোতল আনছে। শনিবারে সে বোতলটা আনে। মাছ চুরির ঘটনা নিয়ে সে ভাত খায় না। তখন পি.সি আপা তাকে ভাত খাইতে বলে। সে খায় না। তখন সে তাকে লাঠি দিয়ে এই রুমেই মারে। পাছায় মারে। পরে ২/৩ লোকমা ভাত খায়। দুপুরের ঘটনা। তার আগের রাত্রে আমরা সারারাত তাকে পাহারা দেই। সে বিষ খেয়ে আমাদের ফাঁসানোর কথা বলে। রাত্রী ৩.০০ ঘটিকায় আমরা তাকে বেঁধে রাখতে চাইলে সে ঘুমিয়ে পরে। পি.সি আপার বিচারের পরে পপি আপা তার ছেলের গাড়ীর ব্যাটারী নিয়ে গিয়ে রিমোট চালানোর কারণে লিজাকে বকে। তখন জুই বলে তুই আমাকে নটির বেটি বললি কেন। কথা কাটাকাটি হয়। তখন পপি তাকে মারে। সি.সি ক্যারেরায় তা দেখা যায়। পরে সে রাগ করে সেভেন আরার কাছ থেকে ট্রাংকের চাবি নিয়ে গিয়ে বিষ খায়। সি.সি ক্যামেরায় মারামারি দেখে আমাদের ডাকে। তখন আমরা নিচে আসি। উপর থেকে চিৎকার শুনি। গিয়ে দেখি জুই বিষ খেয়েছে। অফিসে নেয়। সে বমি করে। নাজমা আপা বাসা থেকে তেঁতুল এনে খাওয়ায়। পরে তাকে হাসপাতালে নেয়।

জরিনা আক্তার মিলি- নিবাসী

বৃহস্পতিবারে জুই কে আনসার হাবিজা, আলিমা এবং আরেকজনের নাম ভুলে গেছি তারা মারছিল। খাবার মাছ নিয়ে সমস্যা হওয়ার জন্য মারছিল। সে মাছের ডিম চুরি করছিল। জুই হাফিজাকে বলছিল তুই আমাকে মারলি আমি বিষ খাব। তাঁকে প্রশিক্ষণ সেন্টারে মারে। নেতা গোছের পপি, কলি, লিজা, তন্নি, বন্যা, সাদিয়া, মুন্নি এরা সবাই মিলে জুইকে মেরেছিল। নাজমা দেখেছিল কিন্তু সে কাউকে বলেনি। গত কাল রাতে সেভেনা, সাদিয়া, আকমিনা এরা সবাই হাত কাটছিল। আনসাররা পান সুপারি সব কিছু লুকিয়ে এনে দিত। এর আগেও পপি, লিজা, কলি এরা হারপিক খেয়েছিল। সেভেনারা জুইকে স্টোর থেকে কিছু যেন বোতলে করে একটা এনে দিয়েছিল। সে সেটি খেয়ে ফেলে। বিষয়টি ছোট সুমিও জানে। পরদিন আনোয়ারা আপা আমাকে জুতা দিয়ে মারছিল।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান- সহকারী ব্যবস্থাপক

সুমি আক্তার জুই নামে একজন নারী ০৪/১১/২০১৪ তারিখ গোলাপগঞ্জ থানার জিডি মূলে এখানে আসে। গত ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখ ওয়ার্ডার আনোয়ারা বেগম চৌধুরী আমাকে জানান আনসার কমান্ডার সুমি আক্তার জুইকে মারধোর করেছে। মারধোরের ঘটনা ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখ দুপুরের পর। আমি আনসারের প্লাটুন কমান্ডারকে ফোন দেই এবং তিনি বলেন তিনি বাইরে আছেন। তাঁকে আমি আসার সাথে সাথে জানাতে বলি। কিন্তু তিনি জানাননি। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে তিনি নিবাসীদের সাথে আছেন। আমি নিজে তার কাছে যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কেন মারছেন। তিনি জানান জুই দুইদিন থেকে কিছু খাচ্ছেনা বিধায় আমি তাকে মেরেছি। বিষয়টি আমাকে না জানানোর জন্য তাকে চার্জ করি। সে তখন আমাকে উচ্চস্বরে বলে যে, সব কিছু জানিয়ে কাজ করতে পারবনা। এরপর সমস্যা হলে আপনারা দেখবেন আমরা দেখতে পারবনা। এ কথা শুনে আমার রাগ হয় এবং আমি অফিসে চলে আসি। এরপর আনসার সদস্য আনোয়ারা কে ডেকে পাঠাই এবং জুই এর সাথে যেসব নিবাসীর ঝগড়া হয়েছে তাদের নিয়ে আসতে বলি। জুই আসতে না চাওয়ায় আনোয়ারা বাকিদের নিয়ে আসে। তাদের সাথে আমি কথা বলি। আমার ওয়ার্ডার নাজমা খানমকে জুই কে নিয়ে আসতে বলি। নাজমা খানম আমাকে এসে জানায় জুই কিটনাশক খেয়েছে। এরপর আমি অফিসের সবার সহযোগীতায় অফিস প্রাঙ্গনে নিয়ে আসি। সে কয়েকবার বমি করলে আমি হেড ওয়ার্ডার আবু সালিমকে বলি গাড়ীর ব্যবস্থা করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য। গাড়ী করে তাকে দুইজন আনসার এবং হেড ওয়ার্ডারের সাথে সিলেট এমএজি ওসমানী হাসপাতালে প্রেরণ করি। হাসপাতালের তিন নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। দুই দিন ওয়ার্ডে অবস্থান করার পর ২২ তারিখ রাত ১০টার দিকে দায়িত্বরত আনসার সদস্য হেড ওয়ার্ডারকে জানায় এবং তিনি আমাকে জানায় জুইকে ICU তে নেয়া লাগবে। সেদিন ICU তে নেয়া হয়। ICU তে চিকিৎসা চলাকালীন ০৮/০৮/২০২১ তারিখ লাইফ সাপোর্ট বাদ দিয়ে অক্সিজেন মাস্ক দেয়। এরপর গত ১১/০৮/২০২১ তারিখ আনসার সদস্য হেড ওয়ার্ডার কে জানায় এবং তিনি আমাকে জানায় যে, জুই মারা গেছে। বিষয়টি উপপরিচালক মহোদয়কে টেলিফোনে জানাই। এরপর বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সুরতহাল করার জন্য আবেদন দেই এবং কোতয়ালী থানাকে বিষয়টি অবহিত করে অপমৃত্যু মামলা নম্বর ৪৮/২১ তারিখ ১১/০৮/২০২১ তারিখ দায়ের করা হয়। সুরুতহাল হবার পর পোস্ট মর্টেমের জন্য হাসপাতালে আবেদন করি। এরপরে, তাঁর বাবার সাথে যোগাযোগ করি এবং তাঁর বাবাকে বিষয়টি অবহিত করি। উনি আসলেও লাশ নিতে রাজি হননি। তার সম্মতিতে সিটি কর্পোরেশনের মানিক পিরের টিলায় দাফন করা হয়। সামগ্রিক বিষয়টি অবহিত করে উপপরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক মহোদয়কে জানায়। গত ১৫/০৮/২০২১ তারিখ শাহপরাণ (রা:) থানায় সাধারণ ডাইরি করি।

পর্যালোচনা:

অনুসন্ধানকালে নিবাসী, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, দায়িত্বরত আনসার সদস্যসহ মোট ১৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া আরও অনেক নিবাসী মৌখিকভাবে অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম ও অত্যাচারের কথা বলেন।

বিভিন্ন নথিপত্র, জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট-এর দুইজন নিবাসী (রহিমা আক্তার সুমি এবং সেবেনারা) প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘর থেকে একটি বোতলে করে তেল চুরি করে বলে প্রতিষ্ঠানের আরেক নিবাসী সাদিয়া পপি, লিজা, কলি, তান্নি কে অভিযোগ করে। সে আরো জানায় ভিকটিম সুমি আক্তার (জুই) তেল চুরির ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও কাউকে এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতন্ডা হলে নিবাসী সাদিয়া ভিক্টিম সুমি আক্তার (জুঁই) কে মারধোর করে। ১৭ জুলাই ২০২১ তারিখ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের খাবার জন্য বরাদ্দকৃত মাছ কাটতে বসে প্রতিষ্ঠানের নিবাসী রহিমা আক্তার সুমি, সেভেনারা, তাহমিনা ও Deceased সুমি আক্তার (জুঁই)। নিবাসী পপি ও তার দল জানায় মাছ কাটার এক ফাঁকে রহিমা আক্তার সুমি, সেবেনারা, তাহমিনা ও ভিক্টিম'সুমি আক্তার (জুই) কিছু মাছের টুকরো ও ডিম চুরি করে রেখে দেয়। চুরির অভিযোগে তারা চারজন অর্থাৎ নিবাসী পপি, কপি, লিজা ও তান্নি দলবদ্ধভাবে ঐদিন রাত আনুমানিক ১২.০০ টার সময় ভিক্টিম সুমি আক্তার (জুঁই) কে মারধোর করে। ভিক্টিমকে চোর আখ্যায়িত করে মারধোর করার প্রতিক্রিয়ায় সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার পরদিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখ দুপুর ২.০০ টা থেকে ৪.০০টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভিকটিম সুমি আক্তার (জুঁই) কে আনসার সদস্য পিসি হাবিজা শারীরিক নির্যাতন করেন। ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখ ওয়ার্ডার আনোয়ারা বেগম চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের সহকারী ব্যবস্থাপক যুক্ত কেইস ওয়ার্কার জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কে এসব ঘটনার বিষয়ে অবহিত করেন। কর্মকর্তা সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৪০ টায় ডরমিটরি ভবনের সামনে গিয়ে এ বিষয়ে পি.সি হাবিজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সাথে পিসি হাবিজার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়, একপর্যায়ে পিসি হাবিজা বলেন যে ভবিষ্যতে ডরমিটরিতে বিশৃঙ্খলা ও মারামারির ঘটনা ঘটলে আনসার সদস্যরা কোনোপ্রকার দায়িত্ব পালন করবে না। উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাই ২০২১ তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬:৪০টা থেকে ৭.০০ টার

মধ্যে টিভি দেখাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠানের নিবাসী পপি ভিক্টিম সুমি আক্তার (জুঁই) কে পুনরায় মারধোর করে। তার কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.১০টা থেকে ৭.৩০ টার মধ্যে ভিক্টিম সুমি আক্তার (জুঁই) প্রতিষ্ঠানের অফিস ভবনের স্টোররুমের সম্মুখে অবস্থিত সিঁড়িঘরের নিচ থেকে পূর্বে সংগৃহীত কীটনাশক পান করে। তাৎক্ষণিক কীটনাশক পানের ঘটনা প্রতিষ্ঠানে চাউর হয়ে উঠলে সাথে সাথেই ভিক্টিমকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুমি আক্তার জুই গত ১১/০৮/২০২১ ইং তারিখ অনুমান সময় ভোর ৬:০০ ঘটিকায় মৃত্যু বরণ করেন।

ভিকটিম সুমি আক্তার জুঁইসহ বেশ কিছু নিবাসী এখানে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছেন। কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের নিতে চাননা এছাড়াও কিছু কিছু নিবাসী একেকবার একেক ঠিকানা বলেন বিধায় তাদের পরিবারের সাথে পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। উক্ত নিবাসীদের সাথে ১৩ জন মানসিক প্রতিবন্ধী অবস্থান করছেন মর্মে তারা জানান। এই আশ্রয়ন কেন্দ্রে মানসিক প্রতিবন্ধী কেন রয়েছে সেটি জিজ্ঞাস করলে তারা বলেন যে, তাদের কাছে পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এদের দেয়া হয়। এইসব মানুষের যাবার কোন জায়গা না থাকায় তাদের রাখতে হয়েছে। মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা খুবই আবশ্যক মর্মে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটি সমাজের নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য তৈরি করা হলেও সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা যায় জায়গার স্বল্পতার কারণে নিবাসীদের অনেকটা বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়। নিবাসীরা একই স্থানে দীর্ঘদিন থাকায় তাদের মানসিক অবস্থা ঠিক থাকেনা। এছাড়াও, এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানে একজন পেশাদার কাউন্সিলর (পরামর্শদাতা) থাকাটা খুবই দরকারি কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের কোন পদ কিংবা লোকবল নেই। এই প্রতিষ্ঠানে ইতোপূর্বেও এ ধরনের অর্থাৎ আত্মহত্যা করতে চাওয়া, নিজেদের মধ্যে মরামারি, ব্লেড দিয়ে হাত কাটার মত ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোন শাস্তি দেয়া সম্ভব না হওয়ায় এধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং বর্তমানে আত্মহত্যার মত একটি ঘটনা ঘটেছে মর্মে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। নিবাসীদের আচার-আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা থাকা দরকার। বর্তমান কেন্দ্র প্রধান একজন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং তার তত্ত্বাবধানে ১৫ জন কর্মচারীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এবং কর্মচারীদের সাথে কথা বলে দেখা যায় যে, কর্মচারীদের মধ্যে দ্বন্দ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একজন বাবুর্চী থাকা সত্ত্বেও নিবাসীদের দিয়ে রান্না করার বিষয়টি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়াও, নিবাসীদের বরাদ্দ থেকে কম খাবার প্রদানের কারনে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো মর্মেও নিবাসী এবং সংশ্লিষ্টরা উল্লেখ করেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, Deceased জুই স্টোর রুম থেকে বিষ সংগ্রহ করেন। স্টোর রুম নিবাসের বাহিরে অফিসে। নিবাসী মেয়েরা সেখানে হরহামেশাই যায় এবং কর্মচারীরা নিজেরাই মেয়েদের ডেকে নিয়ে যান। স্টোর রুমে বিষ থাকার কথা নয়। তবে অনুসন্ধানকালে জানা যায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নাজমা খানম এবং আব্দুল হান্নান সবজি বাগানে অথবা গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে বিষের বোতল স্টোর রুমে রেখেছিলেন। যদিও নাজমা এবং হান্নান পরস্পরকে দোষারোপ করে। তবে এই দুই জনই কীটনাশক (বিষ) রেখেছিলেন। ওয়ার্ডার মোসাঃ নাজমা খানম অনুসন্ধান কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন "আমি সেই রুমে পূর্ব থেকেই বিষ রাখতাম (সবজি চাষের)"। অর্থাৎ দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের স্টাফ কর্তৃক খাদ্য গুদামে বিষ রাখার বিষয়টি স্বীকৃত। স্টোর রুমে বিষ রাখা গুরুতর অপরাধ এবং দায়িত্বের চরম অবহেলা। বিশেষ করে দীর্ঘদিন বন্দী থাকার কারণে যেখানে নিবাসীদের মনের অবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সংবেদনশীল ছিলো। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা এই বিষয়ে অবগত ছিলেন। তথাপীও খাদ্যগুদামে কীটনাশক রাখা গর্হিত অপরাধ। তাদের সম্মিলিত আচরণের কারণেই জুই নামে এক নিবাসীর জীবন যায়। তদন্তে আরও জানা যায় স্টাফকোয়াটারে থাকা নাজমার স্বামী নিবাসের ভিতরে সংরক্ষিত জায়গায় যাহা পৃথক নিরাপত্তা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা সেখানে হরহামেশাই যাতায়াত করতেন। সবজি চাষ করতেন এবং স্থানীয় স্টাফদের সাথেও খারাপ আচরণ করতেন। স্টাফদের যেহেতু বদলী করার ক্ষমতা উপ-তত্ত্বাবধায়কের নাই সেহেতু তারা বেপোরোয়া আচরণ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মানার ক্ষেত্রে অনিহা দেখা যায়। স্টাফদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব চরমে ছিলো। স্থায়ী বাবুর্চী থাকলেও সে রান্না করতো না বরং নিবাসী মেয়েরাই রান্না করতো। নিবাসী মেয়েদের দিয়ে নানা ধরণের কাজ করানো হতো এমনকি বাসায় নিয়ে গিয়েও কাজ করানোর অভিযোগ আছে। সেই কারণে খাবার বন্টনসহ নানা বিষয়ে নিবাসীদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা ছিলো। বিশৃংখলা দমনে আনসারদের ব্যবহার করা হতো। আনসাররা এই সুযোগে শৃংখলার নামে মেয়েদের অত্যাচার করতো। আনসার সদস্যরা হরহামেশাই নিবাসী মেয়েদের মারধর করতো। প্রায় সকলেই এই পুনর্বাসন কেন্দ্রকে জেলখানা বলেন। সুস্থ নিবাসী মেয়েরা কেউ এখানে থাকতে চান না। Deceased জুই ৭ [সাত] বছরের বেশি সময় এখানে থাকলেও তার পিতামাতাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়নি তবে মারা যাওয়ার পরে নিজেদের দায় এড়াবার সুযোগ তৈরির জন্য ঠিকই Deceased এর পিতাকে বাড়ী থেকে ডেকে আনা হয়। পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। কাউকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে এই প্রতিষ্ঠানের কোনআন্তরিকতা দেখা যায়নি। বিষপানে জুই আত্মহত্যা করলেও সেই ঘটনা নিয়ে আত্মহত্যার প্ররোচনায় মামলা না করে নিজেদের অপকর্ম আড়াল করার জন্য দায় সারা গোছের জি,ডি করেন যা থেকে একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। কমিটি অনুসন্ধান শেষ করে আসার পরে গত ১৯/০৮/২০২১ ইং তারিখে আবারও চার জন নিবাসী

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অনিয়মের কারণেই জানালার গ্লাসে হাত কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মর্মে বিভিন্ন পত্রিকা মারফত জানা যায়। এ বিষয়ে সিলেট সমাজসেবা অফিসের ডি.ডি নিবাস রঞ্জন দাস এর কাছে মোবাইলে ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলে তিনি ঘটনা সত্য মর্মে জানান। খাবার কম দেওয়া নিয়ে স্টোর কিপার আনোয়ারা বেগম এর সাথে কথা কাটাকাটি এবং তার খারাপ আচরণের কারণেই মেয়েরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মর্মে তিনি জানান।

এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা ঢেলে না সাজালে আবারও এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনসন্ধান কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। সার্বিকভাবে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব এবং কর্মচারী ও আনসার সদস্যদের অবহেলা ও অত্যাচারের কারণে এ ধরণের ঘটনা বার বার হচ্ছে।

<u>সুপারিশ:</u>

১। সুমি আক্তার জুই (২২) এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি অপমৃত্যু মামলা এবং একটি জিডি দায়ের করা হলেও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করা হয়নি। এ বিষয়ে মামলা দায়ের জন্য উপপরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয় সিলেটকে বলা যেতে পারে।

২। কেন্দ্রে মেয়েদের কাউন্সিলিং এর জন্য একজন পেশাদার কাউন্সিলর (পরামর্শদাতা) নিয়োগের জন্য বলা যেতে পারে।

৩। প্রতিষ্ঠানে কোন ডাক্তার/ নার্স না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়না বিধায় একজন ডাক্তার/ নার্স নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪। কেন্দ্রে অবস্থিত প্রতিবন্ধীদের আলাদা সুরক্ষিত স্থানে রাখা যেতে পারে।

৫। নিবাসীদের আচরন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৬। ঘটনার বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকাকে বলা যেতে পারে।

(মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন)
উপ-পরিচালক
ও
সদস্য সচিব
তথ্যানুসন্ধান কমিটি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

(রেহেনা আক্তার)
সহকারী কমিশনার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।

(মোঃ আশরাফুল আলম)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ)
ও
আহবায়ক
তথ্যানুসন্ধান কমিটি।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

সিলেট জেলার খাদিম নগরে অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের একজন নিবাসীর আত্মহত্যা বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্যানুসন্ধান কমিটির দাখিলকৃত সুপারিশের সাথে ৯৬ তম কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কমিশন কর্তৃক সংযোজনকৃত **সুপারিশ** নিম্নরূপঃ

- সামাজিক প্রতিবন্ধী পূর্নবাসন কেন্দ্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের রাখার বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।